প্রথম আলো

তারিখ 2 3 NOV 2008
পৃষ্ঠা ২৪ কলাম ৪

পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ৬৮ প্রতিষ্ঠানের আবেদন বাতিল করেছে

আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ চেয়েছে তিন সমিতি

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

মাধ্যমিকের বই ছাপার জন্য আগ্রহ প্রকাশকারী ৬৮টি প্রতিষ্ঠানের আবেদন বাতিল করেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড—এনসিটিবি। প্রকাশক হিসেবে দুই বছরের অভিজ্ঞতা না থাকার কারণ দেখিয়ে এসব প্রতিষ্ঠানের আবেদন বাতিল করা হয়। তবে এ নিয়ে নানা অভিযোগ উঠেছে।

এ বছর মাধ্যমিক স্তরের ৯৫টি বইয়ের দুই কোটি ৬২ লাখ কপি ছাপার জন্য ২৯৯টি প্রতিষ্ঠান দরপত্র জমা দিয়েছে। এগুলোর মধ্যে ২৩১টি প্রতিষ্ঠানকে যোগ্য নির্ধারণ করেছে এনসিটিবি।

তবে বাতিল হওয়া প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এমন কয়েকটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেগুলো গত বছর বই ছাপার কাজ করেছে। অথচ এখন বলা হচ্ছে, ওই প্রতিষ্ঠানের দুই বছরের অভিজ্ঞতার সনদ নেই। এমন একটি প্রতিষ্ঠান জামান বুক ডিপো এনসিটিবির কাছে গত বছর কাজ করার তথ্য-প্রমাণ দাখিল করেছে। আবার প্রতিষ্ঠান বাছাই করার ক্ষেত্রে বৈষম্যের অভিযোগ পাওয়া গেছে। দুই বছরের অভিজ্ঞতা না থাকার পরেও কোনো প্রতিষ্ঠানকে বাদ দেওয়া আবার কোনো প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

আজ রোববার এনসিটিবি বই ছাপতে অযোগ্য প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রকাশের আগেই পুস্তক প্রকাশক, মুদ্রাকর ও বিক্রেতাদের তিনটি সমিতি একজোট হয়ে গেছে। এসব সমিতির নেতারা বাদ পড়া প্রতিষ্ঠানগুলোকে এরপর পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ১

পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ৬৮ প্রতিষ্ঠানের আবেদন বাতিল করেছে

শেষ পৃষ্ঠার পর

আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। এ ছাড়া সমিতিগুলো প্রায় সব বইয়ের নতুন পাণ্ডুলিপি হওয়ায় আরও এক কোটি বই ছাপার দাবি জানিয়েছে। সমিতির নেতারা দরপত্রের সঙ্গে দেওয়া বিড সিকিউরিটি নগদায়নের ২০ দিন পরও টাকা ফেরত না দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

এসব সমিতির পক্ষ থেকে আজ এনসিটিবিতে অনুষ্ঠিত লটারি অনুষ্ঠানে প্রতিনিধি না দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে। সমিতির নেতারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এনসিটিবি এবং তিন সমিতির সমন্বয়ে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক ডেকে বিষয়গুলো নিষ্পত্তির দাবি জানিয়েছেন।

তবে এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. মছিহ উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, নিয়ম অনুযায়ী যোগ্য প্রতিষ্ঠান বাছাই করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ব্যবসায়িক কারণে পুস্তক ব্যবসায়ী, বিক্রেতা ও প্রকাশকেরা জোটবদ্ধ হয়েছেন। তবে কোনো রকম অনিয়ম এনসিটিবি করেনি। চেয়ারম্যান আরও বলেন, এনসিটিবি এ পর্যন্ত সব সিদ্ধান্ত নিয়েছে সমিতিগুলোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেই।

তবে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কামরুল হাসান শায়ক, বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতির চেয়ারম্যান রাব্বানী জব্বার এবং বাংলাদেশ পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিপণন সমিতির সভাপতি তোফায়েল খানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা সবাই পাঠ্যপুস্তক ছাপা নিয়ে এনসিটিবির বিভিন্ন উদ্যোগ ও পদক্ষেপের সমালোচনা করেন।